চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সচিবালয় বিভাগ

নগর ভবন, বাটালী হিল টাইগার পাস, চট্টগ্রাম

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ডা: শাহাদাত হোসেন
মাননীয় মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
স্থান : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কনফারেন্স রুম, টাইগারপাস, চট্টগ্রাম
তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. দুপুর ২.৩০ ঘটিকায়
সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভার শুরুতে সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সভায় উপস্থিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয়/ শাখা প্রধানগণ, জাইকা'র প্রতিনিধিসহ সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি বলেন চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন ও হেলদী সিটিতে রূপান্তর করা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে সম্ভব না। নগরে বসবাসরত সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে নিজের নগরকে একটি ক্লিন, গ্রিন ও হেলদী সিটিতে রূপান্তর করতে। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশে জাতীয় উন্নয়নে অবদান ও মহানগরের এলাকার পর্যাপ্ত নাগরিক পরিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, সড়কের নালা-নর্দমা, ফুটপাতের উন্নয়নসহ বিভিন্ন পরিসেবা দেওয়া সিটি কর্পোরেশনের কাজ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নাগরিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিকের আলোচনার একটি প্লাটফর্ম সিএলসিসি কমিটি। নগরীর সমস্যা যেমন সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের একজন সুপরামর্শক হিসেবে উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দের ভূমিকা ও মতামত প্রদান করতে পারবেন। সভাপতি আরো বলেন এই কমিটির মাধ্যমে আমরা সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সকল শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে চট্টগ্রামবাসীর কাঙ্খিত চাহিদা পূরনের ক্ষেত্রে জনগনের মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সিটি কর্পোরেশনকে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ/ কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে স্ব স্ব জায়গা হতে সানন্দ অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানান। তৎপরবর্তীতে চসিক'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম-কে সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানান। চসিক'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম পরিচিত পর্বের মাধ্যমে সভা শুরু করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিনকে নবগঠিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যাবলী এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানালে সচিব সিএলসিসি কমিটির পূর্ববর্তী কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং কর্পোরেশন এলাকার উন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা

Scanned with CamScanner

নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় সবিস্তারিত তুলে ধরেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে তাঁর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সভাকে অবহিত করতে প্রধান প্রকৌশলী অনুরোধ জানান। প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সবিস্তারিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় অবহিত করেন। উপস্থাপনায় প্রধান প্রকৌশলী তথ্য বিশ্লেষনের মাধ্যমে আরো উল্লেখ করেন চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রামে বর্তমানে ১৪ হাজার ৩ শত ৮৯ দশমিক ৩৬ কোটি টাকার ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলমান ৪টি প্রকল্পের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন "বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন" শীর্ষক ১ হাজার ৩ তিনশত ৬২ দশমিক ৬২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ। বাকী ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ও পানি উন্নয়ন বোর্ড। তিনি আরো উল্লেখ করেন সিডিএ ৩৬টি খালের সংস্কারের কাজ বাস্তবায়ন করছে এবং আমরা ইতিমধ্যে সেকেন্ডারি টারশিয়ার খালের মাটি উত্তোলনের কাজ শুরু করেছি। সামনের বর্ষা মৌসুমে নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার ভোগান্তি হতে মুক্ত করতে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের যোগ্য নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান প্রকৌশলীকে তাঁর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্তভাবে সভাকে অবহিত করেন এবং তিনি আরো উল্লেখ করেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় অবস্থান করায় আজকের সভায় উপস্থিত হতে পারেননি তাই আগামী সভায় পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন আকারে উপস্থাপন করা হবে। সভায় এই পর্যায়ে তিনি (C4C-2) প্রকল্পের চীফ এডভাইজার মিজ নাওকো আনজাই-কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান।

সিফোরসি-২ প্রকল্পের চীফ এডভাইজার মিজ নাওকো আনজাই বলেন, সিএলসিসি'র মূল উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনের সকল ধরনের কর্মকাণ্ড, এ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জনগণকে সততার সাথে সরাসরি অবহিতকরণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। পাশাপাশি নগরের সকল স্তরের অংশীজনদের সাথে নিয়ে বিদ্যমান ও উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাবনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। চীফ এডভাইজার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিফোরসি-২ প্রকল্পের নির্ধারিত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্কোর এসেসমেন্ট-এ দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ২য় স্থান অর্জন করায় তিনি মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, সকল বিভাগীয়/ শাখা প্রধানসয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও সরকার ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিস'র সভাগুলো নিয়মিত আয়োজন করার তাগিদ দেন। নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নগর উন্নয়নের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিশ্চয় সফল হবেন মর্মে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

তৎপরবর্তীতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতির অনুমতিক্রমে উপস্থিত সকলের জন্য সভার ফ্লোর ওপেন করলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যুরো প্রধান জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, "প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের উপস্থাপনা হতে জানতে পারলাম জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য চলমান প্রকল্পসমূহের মোট প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে কিন্তু যখনই নগরে জলাবদ্ধতা হয় তার সকল দায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাঁধে উঠে। আমার কথা হলো এ দায় পুরোপুরি মেয়র কেন নিবেন, তিনি যেহেতু মোট প্রকল্পের ১০ শতাংশের

Scanned with CamScanner

কাজ করছেন তিনি ১০ শতাংশ দায় নিবেন বাকী ৯০ শতাংশ দায় অন্যান্য যে দুটি সংস্থা বাকী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছেন তাঁরা নিবেন। তিনি আরো বলেন সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও নগরীর সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য সরকার যেকোন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করলে তাতে অবশ্যই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনকে সম্পৃক্ত না করে কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে তা নগরের কোন স্তরের নাগরিক মেনে নিবেন না। তিনি বলেন পাহাড়কাটা বন্ধ করতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এছাড়ও কর্ণফুলি নদীর ড্রেজিং যথাযথভাবে করা ও নগরের খালগুলোতে বাঁধ দিয়ে সরু করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। তিনি নগর উন্নয়নে অভিজ্ঞদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করে পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিশাল বরাদ্দ থাকলেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ভর্তুকী দিতে হবে কেন? যেহেতু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ৬০-৭০ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে এবং বছরে ১১ লক্ষাধিক নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে সেহেতু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে চট্টগ্রামের জন্য বরাদ্দ পরিধি আরো বাড়াতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে।

সিবিও প্রতিনিধি এ্যাডভোকেট এম,আর,মন্জু বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর কর আদায়ের হার কম ,পরিকল্পনা করে আদায়ের হার বাড়াতে হবে। ১৩ নং ওয়ার্ডে মশার ওষুধ ছিটানো হয়নি, নিয়ম করে সকল এলাকায় মশার ওষুধ ছিটাতে হবে। নালা নর্দমায় পরিষ্কার করতে হবে, সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ে সেমিনার এর আয়োজন করতে হবে যাতে যত্রতত্র ময়লা ফেলা বন্ধ করা যাই ,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর সাথে রেল সেবার পরিধি বাড়াতে হবে। ।পোর্ট কলোনী রাস্তায় হকারদের জন্য ফুটপাতে হাটার অবকাশ নেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর ভবনের সামনে হকার উচ্ছেদ জন্য আহ্বান জানান।

মা ও শিশু হাসপাতালের সহ-সভাপতি,শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধি আবদুল মান্নান রানা,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর প্রকল্পের কাজগুলো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। বন্দর থেকে ১% করে ট্যাক্স নেওয়ার কথা তা,তা নেওয়া হয় নাহ যার ফলে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট নিয়ে হিমিশিম খেতে হয়, ফুটপাত উচ্ছেদ করা হলেও বিশেষ করে আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়ার হকাররা আবার রাতে বসে যায় এই ব্যপারে সতর্ক থাকার আহ্বান করেন।

বেসরকারি কারা পরিদর্শক আখি সুলতানা বলেন, ২৬ নং ওয়ার্ড ৭ নম্বার লেইন ঈদগা মাঠ সংলগ্ন ডাস্টবিনের ময়লা রাস্তাঘাটে ফেলা হচ্ছে, ঈদগাহে এর ব্যরিয়ার ভেঙ্গে দূর্বত্তরা মাদকের আখড়া গড়ে তুলেছে। ৭ নং লেইন এর ময়লা আবর্জনার দূর্গন্ধের কারণে এলাকার জনগণ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

আইবি প্রতিনিধি প্রকৌশলী জানে আলম সেলিম বলেন,যেহেতু সিডিএর অফিস ব্যবস্থপনা ও কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে,তাই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনবলকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অটোমেশন টুলস এবং আধুনিক প্রযুক্তির সফটওয়্যার মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি ও মান উন্নয়ন,এবং অটোমেশন পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে নতুন প্রযুক্তি ও টুল ব্যবহার করতে বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করার আহ্বান জানান।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি জেলী চৌধুরী বলেন জলাবদ্ধতা নিয়ে আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে যাতে আগামী বর্ষার আগে দৃশমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ট্যাক্স যথাযথ আদায় ও মাইকিং করে প্রচারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা টিম করার পাশাপাশি খাল, নালা থেকে অপসারিত মাটি রাস্তার পাশ থেকে দ্রুত অপসারণের জন্য অনুরোধ করেন তিনি। দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত সভা করা দরকার।

Scanned with CamScanner

সাবেক কাউন্সিলার ও ক্রীড়া সংগঠক মাহাবুবুল আলম বলেন,খালের প্রশস্ততা ৪৫ ফিট তাহলে ও এখন রা ২৫ ফিট সেনাবাহিনী ও সিডিএ এর সাথে কথা বলে ব্রিজ গুলো ৪৫ ফিট করার আহবান।৪ নং ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের সতর্ক করার আহ্বান তাদের কাজের অনুপস্থিতির জন্য কাজে ব্যঘাত ঘটছে। রাতে তাদের কাজের অগ্রগতির খোঁজ নেওয়ার জন্য মেয়র মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানান।পর্যটন নগরী গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য মশা নিধন, রাস্তারঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান করেন।আগ্রাবাদ এলাকা ও বহদ্দারহাট জংশনগুলোতে ফুটপাতে গুলো থেকে হকারদের উচ্ছেদের আহ্বান করে। ডোর টু ডোর ময়লার কার্যক্রম বেগমান করা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম মেট্রপলিটন পুলিশ এর সাথে আলোচনা করে বহদ্দারহাট এর ডিভাইডার গুলো সরানোর আহ্বান করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের জন্য নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা উন্নত করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।
২।	হোল্ডিং ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে অনলাইন বিলিং ও পেমেন্ট সিস্টেম শতভাগ চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চসিক ২। জনসংযোগ কর্মকর্তা, চসিক
৩।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	১। সচিব,চসিক। ২। প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা, চসিক।
৪।	সুইচ গেইটস্থ খালের প্রস্থতা বৃদ্ধির করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক। ৩। নগর পরিকল্পনাবিদ, চসিক।
৫।	নগরীর যেসব জায়গায় সড়ক বাতি নেই তা চিহ্নিত করে সেখানে পর্যায়ক্রমে আলোকায়নের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), চসিক।
৬।	যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা রোধে নগরীতে ডাস্টবিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।
৭।	পাহাড় কাঠা বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং আইনগত পদক্ষেপ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করার সিদ্ধান্ত হয়।	২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক।
৮।	নিদিষ্ট গার্বেজ,বিন এর পরিবর্তে বাসা বাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্টান,দোকান,রেষ্টুরেন্ট এর সামনে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তি ও জরিমানার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক।

অতঃপর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনার আশরাফুল আমিন বলেন,মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অধীনে আজকে এই সিএলসিসি কমিটির প্রথম সভা, স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্ততা আইনের আলোকে

Scanned with CamScanner

গঠিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম এই সিএলসিসি কমিটি।যেহেতু সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করা,জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে জনগণের প্রতি সদা দায়বদ্ধ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে তাই প্রত্যেক শ্রেণীর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত ও পরামর্শ এই কমিটির মূল স্তম্ভ।আপনারা দেখেছেন মাননীয় মেয়র মহোদয় দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যে সমস্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা ইতিমধ্যে অনলাইন ভিত্তিক প্লাটফর্ম ও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে জনগনে ব্যাপক আলোড়ন ও প্রশংসিত হচ্ছে।শহরের বিভিন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম রাতে পরিচলানা ও তদারকি করা হচ্ছে, ৪০হাজারের ও বেশি বিন দোকান বাজারের সামনে প্রতিস্থাপন সহ,কোর্ট বিল্ডিং সংলগ্ন সেকেন্ডারি গার্বেজ স্টেশন স্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে।অনলাইন ভিত্তিক প্লাটফর্ম ফেইসবুকের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মতামতের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবকমূলক কার্যক্রম যেমনঃ- নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম, খেলার মাঠ ও পার্কে গুলো আরো কিভাবে সৌন্দর্য করা যায়,উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে।এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করতে আপনাদের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রদান করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কে আরো স্বচ্ছ ও উন্নয়নের নিশ্চিত করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/০১/২৫

(ডাঃ শাহাদাত হোসেন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.১৮.০১৬.২৫.৩৯৭(৩) ২৮/০১/২০২৫

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। জনাব..., মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব...,সম্মানিত দায়িত্ত প্রাপ্ত কর্মকর্তা,ওয়ার্ড নং-............., চসিক।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪। একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভর্ন্যান্স স্পেশালিষ্ট, 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্প, জাইকা।
৬। জনাব ....।

২৮.০১.২৫

(মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন)
সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৩৩৩৩৮৮৮০৬
ই-মেইলঃ secretary@ccc.gov.bd

Scanned with CamScanner